



সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪৮
WEEKLY BOOKLET: 448

আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান

রমযানের ইবাদত কিভাবে কবুল হবে?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেবী

کامش برکتهم
المستأجر

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

রমযানের ইবাদত কিভাবে কবুল হবে? (১)

দোয়ায় আভার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা “রমযানের ইবাদত কিভাবে কবুল হবে?” পড়ে বা শুনে নিবে তাকে মাহে রমযানের বরকত ও ইবাদতের স্বাদ দান করে ধন্য করো এবং তার মা-বাবা ও পরিবারের সবাইকে বিনা হিসাবে ক্ষমা দান করো।
أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলেছেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন শ্রেণীর মানুষ ওইদিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় থাকবে। (১) ওই ব্যক্তি যে আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করবে, (২) যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে এবং (৩) যে আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

(আল বুদরুস সাফিরা লিস সুযুতী, পৃ: ১৩১, পৃ: ৩৬৬)

وه سلامت رہا قیامت میں
پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام
میرے پیارے پہ میرے آقا پر
میری جانب سے لاکھ بار سلام
میری بگڑی بنانے والے پر
بھیج اے میرے کردگار سلام

১. আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর ৮ শাওয়াল শরীফের ১৪৪১ হিজরীতে করা মাদানী মুযাকারার পূর্বে করা সুন্নাতে ভরা বয়ান।

ওহ সালাম রহা কিয়ামত ম্যা
মেরে পিয়ার পে মেরে আক্কা পর
মেরি বিগড়ী বানানে ওয়ালে পর

পড়হ লিয়ে জিস নে দিল সে চার সালাম
মেরি জানিব সে লাখ বার সালাম
ভেইজ এ মেরে কিরদগার সালাম

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

হে আশিকানে রযমান! কিছুদিন আগের কথা মাহে রমযানুল মুবারকের আগমনের আমেজ ছড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু হায়! দেখতে দেখতে মাহে রমযানুল কারীমের রহমতপূর্ণ, বরকতময় মানে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাহে রমযানুল কারীমের প্রকৃত ভালোবাসা নসীব করুক এবং এই মুবারক মাসে আমাদের দ্বারা যেই জীর্ণশীর্ণ ইবাদত করতে পেরেছি সেগুলো তাঁর রহমতে কবুল করুক এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে হওয়া ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করুক। **أَمِينِ بِجَاهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

আহ! রমযান চলে গেছে

হে আশিকানে রাসূল! রমযানুল কারীমের বরকতের কথা কী আর বলব! এই পবিত্র মাসের আগমনের সাথে সাথেই ঘরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়, এই মুবারক মাসের একটি আলাদা স্বাদ ও আনন্দ রয়েছে যা অন্যান্য মাসে বা দিনে পাওয়া যায় না, যখনই মাহে রমযানুল মুবারকের চাঁদ দেখা যায় তখন হৃদয়ে একটি আশ্চর্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয় যার কারণে মানুষ স্বয়ং নিজেই ইবাদতের দিকে ধাবিত হয়ে যায় আর মসজিদে যাওয়া শুরু করে অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের চাঁদ উদিত হয় রমযানুল মুবারকের আশিকের হৃদয় পেরেশান হয়ে যায়, মসজিদ খালি হয়ে যায়, দ্বীনের দরদ সম্পন্ন লোকেরা মসজিদের শূন্যতা দেখে ব্যথিত হয়, মূলত রমযানুল মুবারক যাওয়ার

কারণেই পরিবেশ শোকাহত ও আবওয়াও বিষণ্ণ হয়ে উঠে। এগুলো প্রত্যেকের নিজস্ব Feelings বা অনুভূতি, কারো পেরেশানী বেশি হয়ে যায় তো তার কোন কিছু ভালো না যেন কোন নিকট আত্মীয় ইন্তেকাল করেছে এরকম অস্থির লাগে, এমনই এক Feelings অনুভূতি কিছু কিছু সৌভাগ্যবান লোকের রমযানুল কারীমের বিদায়ের কারণে হয়ে থাকে কিন্তু আফসোস! রমযানুল কারীমের বরকতময় এবং অত্যন্ত আযমত ও শান ওয়ালা মাস আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে, ওইসব কিছু চলে গিয়েছে যা রমযানুল কারীমের কারণে আমাদের নসীব হয়েছিল।

مَرَّةٌ خَوْفٌ رَمَضَانَ فِيهَا تَهَى	مَسْرَتٌ سَيِّئَةٌ مَدِينَةٍ بِنَا تَهَى
مَرَّةٌ خَوْفٌ رَمَضَانَ فِيهَا تَهَى	پَرَّةٌ رَجٌّ وَغَمٌّ كَانْدَهِيْرَا هُوَا تَهَى
تَوَّجَّهْتُ دَلَّيْ كِي كَلِّي مُسْكِرَاتِي	خَبْرٌ جَبَّ كَمَا رَمَضَانَ كِي آدِي كِي آئِي
مَرَّةٌ خَوْفٌ رَمَضَانَ فِيهَا تَهَى	كِيَا اَبْرُ كَرَمٍ نُوْرٍ بَرَسَا رَهَا تَهَى
هُوَ رَحْمَتُوْنَ كَا زَمَانِي يَهَا سَايَه	نَظْرٌ چَانْدٌ رَمَضَانَ كَا جَسِ وَقْتِ آيَا
مَرَّةٌ خَوْفٌ رَمَضَانَ فِيهَا تَهَى	اَفْنَقٌ پَرِ بَهِي اَبْرُ كَرَمٍ چَهَا گِيَا تَهَى
هُوَ بَهِي مَسْرَتِ كِي نَعْمِي سَنَاتِي	تَرَانِي خَوْشِي كِي فُضَا كُنْگَنَاتِي
مَرَّةٌ خَوْفٌ رَمَضَانَ فِيهَا تَهَى	چَدْرٌ دِكِيئِي مَرَّجَا مَرَّجَا تَهَى
مِثْلًا حُبِّ دُنْيَا كِي دَلَّيْ سِيَايَه	مَجْهِي مَاهِ رَمَضَانَ كَا غَمِّ دِي اَلِهِي
مَرَّةٌ خَوْفٌ رَمَضَانَ فِيهَا تَهَى	مَرَّةٌ فَاْنِي سَنَسَارِ فِيهَا كِيَا رَكْهَا تَهَى

মাসসারাত সে সিনা মদীনা বানা থা
পরে রঞ্জ ও গম কা আক্কেরা হুয়া থা
খবর জব কে রমযান কী আমদ কী আয়ি
কিয়া আবরে করম নূর বরসা রহা থা

মযাহ খুব রমযান মে আ রাহা থা
মযাহ খুব রমযান মে আ রহা থা
তো মুর বায়ে দিল কী কালি মুসকারায়ি
মযাহ খুব রমযান মে আ রহা থা

নযর চান্দ রমযাঁ কা জিস ওয়াস্ত আয়া হুয়া রহমতো কা যমানে পে সায়া
 উফুকু পর ভী আবরে করম ছা গেয়া থা মযাহ খুব রমযান মে আ রহা থা
 তারানে খুশি কে ফাযা গুনগুণাতী হাওয়া ভী মুসাররাত কে নগমে সুনাতী
 জিখার দেখিয়ে মরহাবা মারহাবা থা মযাহ খুব রমযান মে আ রহা থা
 মুঝে মাহে রমযাঁ কা গম দে ইলাহী মিটা ছুঝে দুনিয়া কি দিল সে সিয়াহী
 মযাহ ফানী সানসার মে কিয়া রাখা থা মযাহ খুব রমযান মে আ রহা থা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৬২১)

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

রমযানুল মুবারকের স্মরণের অনন্য পদ্ধতি

আগেকার লোকেরা রমযানুল কারীমকে এইভাবে স্মরণ করত যে, রমযান শরীফের ৬ মাস (Six month) পূর্বে আল্লাহ পাকের দরবারে রমযান পাওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকত অতঃপর রমযান শরীফের বিদায় নেয়ার পরবর্তী ছয়মাস পর্যন্ত এই মুবারক মাসে কৃত ইবাদত কবুল হওয়ার দোয়া করতে থাকতো। (লাত্বায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ২৪০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আমাদের উচিত পুরো বছর রমযানুল মুবারকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা বরং কিছু সৌভাগ্যবান তো সারা বছর এই দোয়া করে “اَللّٰهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ بِصِحَّةٍ وَوَعَافِيَةٍ” অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে সুস্থ-সবলতার সাথে মাহে রমযান নসীব করো।”

أَمِينَ بِجَاوِ حَاتِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রমযানুল কারীমের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এটা আমাদের উপর আল্লাহ পাকের নেয়ামত, আল্লাহ পাকের রহমত ও আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে, আমি আজ থেকে নয় বরং ছোটবেলা থেকেই রমযান শরীফকে ভালোবাসতাম, যখন থেকে বুদ্ধি হয়েছে তখন থেকে রমযান আমার ভালো লাগত। আল্লাহ পাকের শপথ! রমযান হলো রহমতের দরিয়া, আমি অপেক্ষা করছিলাম যেন রমযান চলে আসে, (যখন রমযান আসল তো) এখন আমি এখন রহমতের সমুদ্রে চলে আসলাম। اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ জানের মধ্যে জান চলে আসল।

(মাদানী মুযাকারা, প্রথম রমযানুল মুবারক ১৪৪৬ হি: মোতাবেক ২ মার্চ ২০২৫)

جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آجاتی ہے جان
خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اُترا ہے قرآن

জব ভী আতা হ্যা রমযান জান মে আ জাতী হ্যা জান
খুব হ্যা রমযাঁ কী ভী শান ইসে মে উতরা হ্যা কুরআন

রমযানুল মুবারককে স্মরণ রাখার পদ্ধতি

হায়! আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাহে রমযানের চিন্তা নসীব করুক, এমন অনুগ্রহ হোক যে, আমরা সারা বছর রমযানুল মুবারককে স্মরণ রাখি। এটার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে যেমন একটি নির্দিষ্ট ডায়েরী বানিয়ে রাখি যেটাতে রমযানের আমগনের তারিখ এবং সেটার বিদায়ের তারিখ লিখা যাবে, এইভাবেই এই ডায়েরীতে নিজের যিকির-আযকার ও অযিফাও লিখতে থাকুন যা কিছু আপনি রমযান শরীফ পড়েন এবং পরবর্তীতে ওই ডায়েরী পড়ে রমযানের স্মরণ সতেজ থাকবে, কেননা রমযানুল কারীমের কিছু না

কিছু স্মরণ তো হওয়া চাই, আমার বাম হাতের কজিতে একটি দাগ রয়েছে যার মধ্যে মাঝেমধ্যে চুম্বন করি, এজন্য যে, আমার এই দাগটি ২০১৫ সালের রমযানুল মুবারকে হয়েছিল। রমযানের স্মরণ দীর্ঘদিন বাকি রাখার জন্য আমার এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, এই মুবারক মাসের বিদায় নেওয়ার পর যথাসম্ভব মানুষ যেন নিজের মুখ বন্ধ রেখে সেটার উপর নিরবতার তালা লাগিয়ে নেয় আর রমযানুল মুবারকের ফযিলতকে নিজের মস্তিষ্কে স্মরণ রেখে যেখানে বলার প্রয়োজন হবে শুধুমাত্র সেখানে বলবে, এইভাবে করতে থাকার দ্বারা ধীরে ধীরে রমযানুল মুবারকের স্মরণে কান্না করাও নসীব হয়ে যাবে।

إِنْ شَاءَ اللَّهُ (১)

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত ও রমযানুল কারীমের স্মরণ

একবার আমার ছেলে (অর্থাৎ খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব উবাইদ রযা আত্তারী مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالَمِ) বললেন যে, আমি চাই যে এই বছরও (রমযানুল মুবারকের স্মৃতির জন্য) শাবান শরীফের শেষদিন সূর্য অস্তের সময় ঘড়িতে “এলার্ম” দিয়ে রাখব। প্রতিদিন যখন সেটা বেজে উঠবে তখন আমার রমযানুল কারীমের কথা মনে পড়বে, এইভাবে যখন সুবহে বাহারার সময় হবে তখনও এমনটি করতে থাকব।

১. রমযানুল কারীমের স্মরণ হৃদয়ে বৃদ্ধি করার জন্য সাপ্তাহিক রিসালা বিভাগের পক্ষ থেকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর রমযানুল মুবারকে লেখনীকে পুস্তিকা আকারে “রমযানের স্মৃতি” নামক রিসালা পর্ব: ২, ১ ও ৩, উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো পড়ার জন্য এই QR কোডটি স্কিন করুন।

ياوررمضان قط: 3



ياوررمضان قط: 2



ياوررمضان قط: 1



নফল রোযা পালনের সংগঠন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ রমযান শরীফের স্মরণকে বাকি রাখার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর আমল সংশোধন বিভাগের পক্ষ থেকে নফল রোযার ব্যবস্থাও অব্যাহত রয়েছে, যেটার তিনটি অবস্থা (Categories) রয়েছে: (১) আইয়্যামে মানহিইয়া (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, এবং ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ) ব্যতীত পুরো বছর রোযা রাখা।” (২) সাউমে দাউদী অর্থাৎ একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখা অথবা নিজের সুবিধা অনুযায়ী মাসের পনেরদিন রোযা রাখা”, কিন্তু সাউমে দাউদীর ফযিলত তখনই পাবেন যখন একদিন বাদ দিয়ে দ্বিতীয়দিন রোযা রাখবেন। সাউমে দাউদী সম্পর্কে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় রোযা হলো হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর রোযা (তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন)।” (বুখারী, ১/৩৮৫, ৩/৪১৭, হাদিস: ১১৩১-৫০৫২) এবং (৩) “সাপ্তাহে কমপক্ষে একটি রোযা রাখা।” অতএব সোমবারের রোযা তো সকলের রাখা উচিত কেননা এটি সুন্নাত, আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রত্যেক সোমবারে রোযা রাখতেন, যখন এটার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: আমি এইদিন জন্ম নিয়েছি। (মুসলিম, পৃ: ৪৫৫, হাদিস: ২৭৪৭) একইভাবে বৃহস্পতিবারের রোযাও সুন্নাত। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখাকে পছন্দ করতেন, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলেছেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ (আল্লাহ পাকের দরবারে) উপস্থাপন করা হয়, আমার এটা পছন্দ যে যখন আমার আমল পেশ করা হবে তখন যেন আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি। (তিরমিযী, ২/১৮৬-১৮৭, হাদিস: ৭৪৫, ৭৪৭)

সকল আশিকানে রাসূলের উচিত যে, রমযানুল কারীমের স্মরণ অবশিষ্ট রাখার জন্য নফল রোযার অভ্যাস করা। আল্লাহ পাক চান তো এর দ্বারা অন্যান্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের উৎসাহ বাড়বে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ
 انق پر بھی ابر کرم چھا گیا تھا مزہ خوب رمضان میں آرہا تھا
 مجھے ماہ رمضان کا غم دے الہی مٹا حُبّ دنیا کی دل سے سیاهی
 مزہ فانی سنسار میں کیا رکھا تھا مزہ خوب رمضان میں آرہا تھا

নযর চান্দা রমযাঁ কা জিস ওয়াজু আয়া হুয়া রহমতো কা যমানে পে সায়্য
 উফুকু পর ভী আবরে করম ছা গেয়া থা মযাহ খুব রমযান মে আ রহা থা
 মুঝে মাহে রমযাঁ কা গম দে ইলাহী মিটা হুঝে দুনিয়া কী দিল সে সিয়াহী
 মযাহ ফানী সানসার মে কিয়া রাখা থা মযাহ খুব রমযান মে আ রহা থা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৬২৭)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

রমযানের পরেও ইবাদত অব্যাহত রাখুন

হে আশিকানে রমযান! আপনাদের রমযানের রোযা পালন করা, তারাবীর নামায পড়া, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করার প্রতি অনেক অনেক মুবারকবাদ, আল্লাহ কারীম এই ইবাদতগুলো আপনাদের ও আপনাদের সদকায় আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমার মাধ্যম বানিয়ে দিক। মনে রাখবেন! যেই মহান পালনকর্তার আপনারা মাহে রমযানুল মুবারকে ইবাদত করেছেন সে-ই দয়ালু প্রতিপালক সমস্ত মাসের খালিক (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা), হায়! আমরা যেন আমাদের ইবাদতসমূহ শুধুমাত্র মাহে রমযান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ

রাখার পরিবর্তে সারা বছরের জীবনেও যেন আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় শেষ নবী ﷺ এর আনুগত্য করার সৌভাগ্য নসীব করুক।

রমযানুল মুবারকের রোয়াসমূহ কবুল হওয়ার আলামত

রমযানুল মুবারকের রোয়ার পর (নফল) রোয়া রাখার অভ্যাস করা রমযান শরীফের রোয়াগুলোর কবুল হওয়ার আলামত। কেননা আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দার নেক আমল কবুল করেন তখন তাকে এই নেকীর পর (আরও) নেকী করার তাওফিক দান করেন যেমন কিছু কিছু বুয়ুর্গ বলেন: নেকীর সাওয়াব হলো ওই নেকীর পর আবারও নেকী (করা), সুতরাং যে নেকীর কাজ করে আর সেটার পর আবারও নেকী করে তবে সেটা হলো দ্বিতীয় নেকীর পূর্বের নেকীটি কবুল হওয়ার আলামত, যেমনিভাবে কেউ নেকীর কাজ করল আর সেটার পর মন্দ কাজ করল তাহলে এই মন্দ কাজটি ওই নেকীটি কবুল না হওয়ার আলামত। (লিড্‌ওয়ায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ২৫৩)

রমযানের পর রোয়া

হযরত ইমাম শা'বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রমযানের পর একটি রোয়া রাখা আমার সারাজীবন রোয়া রাখার চেয়েও বেশি পছন্দনীয়। (লিড্‌ওয়ায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ২৫১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অনেক আশিকানে রাসূল রমযান শরীফ যাওয়ার পর শাওয়াল শরীফেও রোয়া রাখে, শাওয়াল শরীফের রোয়ার কথা কী আর বলব! যেমন রাসূলে আকরাম ﷺ এর তিনটি বাণী পেশ করা হলো: (১) যে (ব্যক্তি) রমযানের রোয়া রাখল অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোয়া রাখল তো নিজের গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনটি সে ওইদিন ছিল যেদিন সে জন্ম হয়েছিল।” (মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৩/৪২৫, হাদিস: ৫১০২) (২) যে রমযানের

রোযা রাখল অতঃপর পরবর্তী ছয়টি শাওয়ালে রোযা রাখল, তো সে (যেন) সারাজীবন রোযা রাখল।” (মুসলিম, পৃ: ৪৫৬, হাদিস: ১১৬৪) (৩) “যে (ব্যক্তি) ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়ালে) ছয়টি রোযা রাখল তবে সে (যেন) পুরো বছর রোযা রাখল। কারণ যে একটি নেকী করবে তার দশটি নেকী মিলবে। সুতরাং মাহে রমযানের রোযা রাখাটা দশ মাসের রোযার সমান তো এই ছয়দিনের রোযা (রাখার সাওয়াব) দুই মাসের সমান অতএব পুরো বছরের রোযা হয়ে গেল।” (সুনানে কিবরী লিন নাসায়ী, ২/১৬২, ১৬৩, হাদিস: ২৮৬০, ২৮৬১) উত্তম হলো এটা যে, রোযা পৃথক পৃথকভাবে রাখা যেমন একদিন বাদ দিয়ে পরেরদিন রাখা অথবা পুরো মাসে যেমনিভাবে সহজ হয় এবং ঈদের পর লাগাতার ছয়টি রোযা রাখলেও কোন সমস্যা নেই। ব্যস শুধুমাত্র ঈদের দিন অর্থাৎ শাওয়ালের প্রথম তারিখ রোযা রাখতে পারবে না।

সর্বোত্তম নেকী ও নিকুষ্ট গুনাহ

হে আশিকানে রাসূল! ওই নেকীটি কত উত্তম যেটা মন্দ কাজের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার পর করা হয় যে, ওই নেকীটি সেই মন্দ কাজটিকে মুছে দিবে এবং এরচেয়ে উত্তম হলো ওই নেকী যেটা কোন নেকীর পর করা হয় এবং ওই গুনাহটি কত মন্দ যেটা কোন নেকীর পর করা হয় যেটা ওই নেকীকে মুছে দেয়। মনে রাখবেন! তাওবার পর একটি গুনাহ করা তাওবার পূর্বে কৃত সত্তরটি গুনাহের চেয়েও বেশি মন্দ। আল্লাহ পাকের নিকট মৃত্যু পর্যন্ত নেকীর উপর অটল থাকার দোয়া করতে থাকুন এবং তাঁর নিকট মন পরিবর্তন হওয়ার এবং নেকী করার পর গুনাহের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন! নিশ্চয় আল্লাহ পাকের আনুগত্যের সৌভাগ্যের পর তাঁর নাফরমানী করা খুবই খারাপ কাজ এবং অল্পেতুষ্টি থাকার (যেটা মিলে গেছে সেটার উপর

يا الٰهٰی نیک کر عطار کو بخش دے توبخش دے بدکار کو

হো গেয়া তুঝ সে খোদা নারাজ আগার কবর সুন লে আগ সে জায়েগী ভর
 উমর ম্যা ছুটী হ্যা গার কোয়ি নামায জলদ আদা কর লে তু আ আগফলত সে বায
 ছোড় দে দাড়ী মুন্ডানা হে হারাম এক মুঠটি সে ঘাটানা হে হারাম
 খুব কর যিকরে খোদা ও মুস্তফা দিল মদীনা ইয়াদ সে উন কি বানা
 কর আতা ইয়া রব গামে শাহে উমাম ভুল জায়ে রঞ্জ ও গম দুনিয়া কে হাম
 এ মেরি বেহনো! সদা পর্দা করো তুম গলি কুচোঁ মে মত ফিরতী রহো
 ইয়া ইলাহী নেক কর আত্তার কো বখশ দে তু বখশ দে বদকার কেয়া

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১৩, ৭১৪)

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

মন্দ লোক

হযরত সাযিয়্যদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে আরয করা হলো: এমন এক জাতি যারা শুধুমাত্র রমযানুল মুবারকে আল্লাহ পাকের ইবাদত করত আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করত (এবং রমযানুল মুবারক ব্যতীত এমনটি করত না) তিনি বলেন: ওই জাতি তো খুবই মন্দ যারা এটা মনে করে যে, আল্লাহ পাকের হক শুধুমাত্র রমযান শরীফেই রয়েছে, নিশ্চয় নেককার বান্দা হলো সে যে পুরো বছর আল্লাহ পাকের ইবাদত করে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকে।

(লিভায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ২৫৫)

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র রমযানে নামায পড়ে আর পরবর্তীতে পড়ে না আর বলে যে, এটাই অনেক বেশি অথবা যতটুকু

পড়ছি বেশি পড়ছি কেননা রমযানে এক নামায সত্তর নামাযের সমান, এমন বলা কুফরি এজন্য যে, সে নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করেছে।

(বাহারে শরীয়ত, ২/৪৬৪, অংশ: ৯)

রব্বানী হও শা'বানী হয়ো না!

কেউ হযরত শায়খ আবু বরক শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করল যে, রজব উত্তম নাকি শা'বান? তিনি ওই ব্যক্তিকে বললেন: তুমি রব্বানী হও শা'বানী হয়ো না! (অর্থাৎ নিজের ইবাদতকে কোন মাসের সাথে নির্দিষ্ট করিও না বরং প্রত্যেক মাসে ও প্রত্যেক দিনে রবের ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল থাকো।) (লিড্বায়ফুল মাআরিফ, পৃ: ২৫৫)

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

ইবাদতের তাওফিক পাওয়াতে শুকরিয়া

আদায় করার পদ্ধতি

কিছু কিছু বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام কে যখন আল্লাহ পাক রাতে ইবাদত করার তাওফিক দান করেন তখন তারা ওই নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ার্থে দিনে রোযা রাখতেন যাতে রাতে কৃত ইবাদতের শোকরিয়া আদায় হয়ে যায়। (লিড্বায়ফুল মাআরিফ, পৃ: ২৫৪)

মনে রাখবেন! ওই নেক আমল যেগুলোর কারণে বান্দা রমযানুল মুবারকে আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা অর্জন করত, রমযান শরীফ বিদায় নেওয়ার পর ওই নেকীর কাজ করার সময় শেষ হয়ে যায় না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা জীবিত রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই নেকীগুলো করার সময় তার জন্য অবশিষ্ট থাকে। (লিড্বায়ফুল মাআরিফ, পৃ: ২৫৫)

কিয়ামতের দিন আফসোস হবে

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী (ব্যক্তির) নফলসমূহের মাধ্যমে স্বীয় মালিক ও মাওলার নৈকট্য অর্জনের প্রচেষ্টা থেকে ক্লান্ত হয়না, যেই বান্দার সময়গুলো আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও ইবাদত থেকে খালি হয় নিশ্চয় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যার কোন একটা দিন আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন হয়ে অতিবাহিত হয়েছে তো কিয়ামতের দিন সে ওই দিনটি তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। হায় আফসোস! ওই সময়ের জন্য যেই সময়ে ওই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য কৃত নেক আমল ব্যতীত অতিবাহিত করেছে। (লিত্বায়িফুল মাআরিফ, পৃ: ২৫৬)

আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন রমযানুল মুবারকের ইবাদতকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং সেগুলোকে নিজেদের ক্ষমার মাধ্যম মনে করতেন, যেমন: -

৮০ রমযানের রোযা

এক মহান তাবেয়ী বুয়ুর্গ হযরত সাযিয়দুনা আতা বিন সাযিব رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা সাযিয়দুনা আবু আব্দুর রহমান সুলমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ইন্তেকাল শরীফের সময় তার পাশে গেলাম তো তিনি বললেন: নিশ্চয় আমি আমার রবের উপর প্রত্যাশা রেখেছি যে, নিশ্চয় আমি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ৮০টি রমযানের রোযা রেখেছি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২১৩, হাদিস নং: ৫২৮৮) মনোযোগ দিন যে, জীবনের অন্তিম সময়ে এই বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর আল্লাহ পাকের রহমতের কথা স্মরণ ছিল আর এরকমই হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন: “أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي” অর্থাৎ আমি আমার বান্দার ধারণার খুব কাছাকাছি। (মুসনদে

আহমদ, ৫/৪২১, হাদিস: ১৬০১৬) বিশেষ করে জীবনের শেষ সময়ে তো আল্লাহ পাকের উপর তো ভালো ধারণা রাখা উচিত। হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেন: যদি বান্দা ক্ষমার আশা রেখে মারা যায় তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ সে ক্ষমা পাবে। (মিরাতুল মানাজীহ, ৩/৫৯)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই বিষয়ে তাওফিক দান করুক যে, আমরাও তাঁর প্রতি ভালো ধারণার নেয়ামত পেয়ে যাব। কিন্তু আজকাল অনেক হতভাগা লোক এটা বলে যে, আমরা গুনাহগার, এজন্য আমরা জাহান্নামে যাব, এমন লোকদের জন্য আশঙ্কা রয়েছে যে, তাদের কথা না জানি পূরণ হয়ে যায়, এজন্য এমনটি একদম বলা উচিত নয়, مَعَاذَ اللَّهِ যতই গুনাহই করুক না কেন যদিওবা গুনাহকারী গুনাহ করতে চায়না কিন্তু যদি হয়েই যায় তখনো আল্লাহ পাকের রহমতের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত কখনো এটা যেন না বলে যে, আমার তো শাস্তি হবে বরং আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি ভালো ধারণা রেখে তাওবাও করা উচিত এবং জেনে বুঝে গুনাহ করা তো দূরের কথা বরং গুনাহের নিকটও যাওয়া উচিত নয়।

ভালো ভালো নিয়ত করে নিন

হে আশিকানে রাসূল! নিয়ত করে নিন যে আজকের পর থেকে কোন নামায কাযা করব না, আল্লাহ পাকের নাফরমানীমূলক কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকব, সিনেমা-নাটক দেখব না, গান-বাজনা শুনব না, দাড়ি মুন্ডাবো না এবং একমুষ্টি থেকেও ছোট করব না, আশিকানে রাসূলের সাথে কাফেলায় প্রতিমাসে তিনদিন সফর করব, নেক আমলের রিসালা পূরণ করার মাধ্যমে প্রতিদিন নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করে নিব অতঃপর প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখে ওই রিসালা নিজের যিম্মাদারকে জমা করাব। ইসলামী

বোনেরাও নিয়ত করুন যে, সব সময় ইসলামী পর্দা করব, নিজের অপারগতা প্রকাশ করব না যে “আমাদের বংশে তো কেউ পর্দা করে না, আমাদের পরিবারে তো অনেক কঠোরতা, অমুক অমুক অজুহাত ইত্যাদি।

ইসলামী বোনেরা! পর্দা থেকে বাঁচার জন্য আজকাল যেসব অপারগতা পেশ করে থাকে সেগুলো আখিরাতে কোন কাজে আসবে না আর না আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারবে, আসল অপারগতা তো সেগুলো যা আখিরাতে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিবে এবং আল্লাহ না করুক যেন এমন অপারগতার আপনারা সম্মুখীনই না হন এবং আপনারা খুশিমনে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় নবী ﷺ এর আনুগত্য করার নিমিত্তে সমস্ত বিধান মেনে চলেন। মনে রাখবেন! পর্দা করা ফরয, এটির আহকাম সম্পর্কে জানতে মাকতাবাতুল মদীনার ৪০৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “পর্দা সম্পর্কি প্রশ্নত্তোর” অবশ্যই পড়ুন।

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

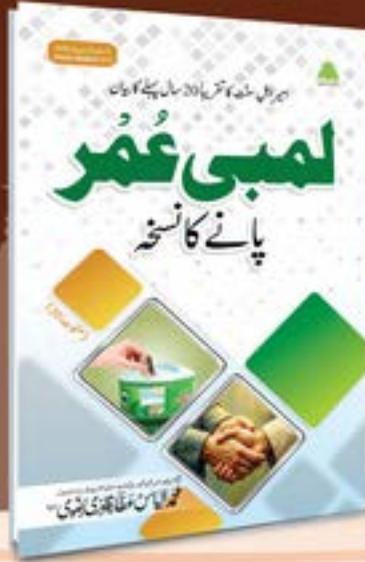


صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

সূচীপত্র

দোয়ায়ে আভার:	১
দরুদ শরীফের ফযিলত	১
আহ! রমযান চলে গেছে	২
রমযানুল মুবারকের স্মরণের অনন্য পদ্ধতি	৪
রমযানুল কারীমের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ	৫
রমযানুল মুবারককে স্মরণ রাখার পদ্ধতি	৫
খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত ও রমযানুল কারীমের স্মরণ	৬
নফল রোযা পালনের সংগঠন	৭
রমযানের পরেও ইবাদত অব্যাহত রাখুন	৮
রমযানুল মুবারকের রোযাসমূহ কবুল হওয়ার আলামত	৯
রমযানের পর রোযা	৯
সর্বোত্তম নেকী ও নিকৃষ্ট গুনাহ	১০
যুবক আর বয়স্কদের প্রতি নসীহত	১১
মন্দ লোক	১২
একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	১২
রব্বানী হও শাবানী হয়ো না!	১৩
ইবাদতের তাওফিক পাওয়াতে শুকরিয়া আদায় করার পদ্ধতি	১৩
কিয়ামতের দিন আফসোস হবে	১৪
৮০ রমযানের রোযা	১৪
ভালো ভালো নিয়ত করে নিন	১৫

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিন্দ্যা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিন্দ্যা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপাড়া, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net